দৈনিক বাংলা

০২৫

তারিখ ৪/১০/৮৪
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

# সরকারী কর্মচারীদের পোশাক

।।হাসান হাফিজ।।

অফিসে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের খেয়ালমাফিক নকশা করা, চকচকে ও খেলার পোশাক পরে আসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে সম্প্রতি জারী করা এক সার্কুলারে সরকারী কর্মচারীদের পোশাক সম্পর্কে বিভিন্ন নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সার্কুলারে বলা হয়ঃ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অফিস আদালতে অবশ্যই মোজাসহ জুতো (মোকাসিন অথবা ইংলিশ) পরতে হবে। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ইচেছ করলে জুতোর বদলে স্যান্ডেল পরতে পারবেন।

দৈনন্দিন সরকারী কাজে অফিসে যোগ দেয়ার জন্যে অফিসারদের পরিধেয় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে এগুলো হচেছঃ সাফারী স্যুট (অর্ধ/পুরো হাতা) অথবা ট্রাউজার এবং বুশ শার্ট (অর্ধ/পুরো হাতা), অথবা ট্রাউজার এবং ট্রাউজারে ইন করা শার্ট (অর্ধ/পুরো

(শেষ পৃঃ ৫ এর কঃ দ্রঃ)

## পোশাক

(প্রথম পৃঃ পর)

হাতা), বা লাউঞ্জ স্যুট বা কম্বিনেশন স্যুট, কিংবা শেরওয়ানীর সঙ্গে পায়জামা বা ট্রাউজার।

শার্ট অথবা বুশ শার্টের কলারের ওপরের বোতাম শুধু খোলা থাকবে এবং অন্যান্য বোতাম বন্ধ থাকবে।

সার্কুলারে বলা হয় লক্ষ্য করা যাচেছ অফিস-আদালতে এবং বিভিন্ন সরকারী অনুষ্ঠানে যোগদানকালে কর্মকর্তাগণ যে যা খুশি পরে আসছেন। এতে অনুষ্ঠানের শোভা এবং গাম্ভীর্য ব্যাহত হচেছ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বঙ্গভবনের অনুষ্ঠানগুলোতে পোশাক সম্পর্কে বিশেষ কোন নির্দেশ না থাকার অজুহাতে কর্মকর্তাগণ সাফারী স্যুট, এমনকি খোলা কলার যুক্ত শার্ট এবং হাওয়াই জুতো অথবা চপ্পল পরে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

বঙ্গভবন ও বিমানবন্দরের যেসব অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট উপস্থিত থাকেন, সেসব অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত কর্মকর্তাগণ অবশ্যই নিম্নলিখিত পোশাক পরবেন। পায়জামা, আচকান/শেরওয়ানী, মোজাসহ মোকাসিন/ইংলিশ জুতো অথবা টাইসহ স্যুট, মোজাসহ মোকাসিন/ইংলিশ জুতো অথবা আমন্ত্রণপত্রে উল্লিখিত পোশাক।

বঙ্গভবন এবং অন্যান্য স্থানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ—অর্থাৎ মিলাদ মহফিল, ইফতার, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা এসব অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাগণ মানানসই প্রচলিত ধর্মীয় পোশাক পরবেন।

যেসব কর্মচারীকে পোশাক ও ইউনিফর্ম দেয়া হয়, তারা অবশ্যই সেসব পরে অফিসে আসবেন। এটি প্রযোজ্য আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে।

পোশাক সংক্রান্ত এসব নির্দেশ লংঘন অসদাচরণ বলে গণ্য হবে এবং এটি শাস্তিযোগ্য। পোশাক সম্পর্কে জারীকৃত ১৯৮২ সালের মে মাসের দুটি সার্কুলারও বলবৎ থাকবে।